তারিখ ..14 MAR 1992
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

দৈনিক খবর দৈনিক খবর

ছাদ ধসে জীবন নাশের আশঙ্কা

# বালুন্ডা প্রাথমিক বিদ্যালয় নানা সমস্যায় ধুকছে

বেনাপোল সীমান্ত (যশোর), ১৩ই মার্চ (নিজস্ব সংবাদদাতা)।—সীমান্তবর্তী শার্শা উপজেলার বালুন্ডা 'সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন সংস্কার না করায় যে কোন মুহূর্তে ছাদ ধসে জীবনহানি ঘটতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

প্রায় দুই যুগ পূর্বে নির্মিত বালুন্ডা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি শুধুমাত্র একবার দেওয়াল গাত্র সংস্কার ছাড়া অন্য কোন সংস্কার হয়নি। ৫ কক্ষ বিশিষ্ট এ বিদ্যালয়ে প্রায় ৫শত ছেলে-মেয়ে পড়াশুনা করছে। ৪জন শিক্ষক দ্বারা এসকল ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব। সামান্য বৃষ্টি হলেই ছাদের ফাটল দিয়ে বৃষ্টি পড়ে অঝরে। আর তখনি বেজে ওঠে বিদ্যালয়ে ছুটির ঘন্টা। ফলে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে ব্যাহত।

বেঞ্চে বসবার জন্য শুরু হয় ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিযোগিতা কে প্রথমে বেঞ্চে বসতে পারে। কারণ বেঞ্চের সংখ্যা খুবই কম। যা আছে তা দিয়ে ১শত ছেলে-মেয়ে বসতে পারে। বেঞ্চ না থাকায় ইটের ওপর চাটাইয়ের ওপর এমন কি কুয়া আকৃতির মেঝেতে বসে পড়াশুনা করতে হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে। টেবিল, চেয়ার, জানালা নেই। জায়গা সংকুলানের অভাবে ছেলে-মেয়েদের স্কুল মাঠে, গাছতলায়, খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে পড়াশুনা করছে। তাদের ওপর প্রায়শঃই দুর্বল ছাদের অংশ বিশেষ ধসে পড়েছে। যে কোন মুহূর্তে ঐ ছাদ ধসে মারাত্মক আকারের জীবনহানি ঘটতে পারে।

কয়েক বছর বর্ষা ঋতুতে স্কুল বন্ধ রাখতে হয়েছে। বর্ষার পানি পড়ার কারণে অভিভাবকরা তাদের সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে সব সময় থাকেন চিন্তাযুক্ত। প্রতি বছর এ বিদ্যালয় হতে ৪০/৫০ জন ছেলে ৫ম শ্রেণী পাস করছে। ৫ হাজার অধিবাসী বিশিষ্ট গ্রামের এই একমাত্র সংকুলানের অভাবে বাইরের স্কুলে যাচ্ছে অনেকছেলেমেয়ে।

সীমান্তবর্তী শার্শা উপজেলার সদর থেকে চার মাইল দূরবর্তী প্রত্যন্ত এলাকায় বিদ্যালয়টি অবস্থিত পড়াশুনার দিক দিয়ে এ বিদ্যালয়টির বেশ সুনাম আছে।

এলাবাসীর ধারণা আরও কয়েকজন শিক্ষক নিয়োগ এবং বিদ্যালয়ের সংস্কার করে কয়েকটি রুম বৃদ্ধিসহ দুর্বল ছাদ পুনরায় সংস্কার হলে এ এলাকার ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারতেন সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা যাতে ব্যাহত না হয় সে জন্য বিদ্যালয় গৃহের প্রয়োজনীয় সংস্কার করার জন্য সচেতন এলাকাবাসী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণকরছে।